যুগান্তর

02 SEP 2016

তারিখ ... 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রী হোস্টেলে ছাত্রলীগের ভাংচুর যুগান্তর

রংপুর মেডিকেলের ছাত্রী হলে ছাত্রলীগের নির্যাতন

মাহবুব রহমান, *রংপুর ব্যুরো*

রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে র‍্যাগিংয়ের নামে দু'ছাত্রীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে ছাত্রলীগ নেত্রীরা। সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার এ নিয়ে নিন্দা জানিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ায় ওই দু'ছাত্রীর বান্ধবীকে মারধর ও তার কক্ষে ভাংচুর চালায় ছাত্রলীগের ছেলেরা। গুরুতর আহত তিন শিক্ষার্থীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আতংকে অনেক ছাত্রী হল ছেড়ে নগরীর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। র‍্যাগিং, নির্যাতন ও ভাংচুরের ঘটনায় কলেজের অধ্যাপক ডা. নুর ইসলামকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেত্রীদের রুম সিলগালা করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এদিকে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে কলেজ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। আহত তিন শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাংবাদিকরা কথা বলতে গেলে সেখানে তারা বাধা দেয়। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আহত ছাত্রীর এক অভিভাবক।

ভুক্তভোগী, পুলিশ ও অন্য সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে রংপুর মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলের ছাত্রলীগ নেত্রী নূর শাবাহ আশা ও মুমুর নেতৃত্বে মার্জিয়া শবনম, তন্বি ও প্রজ্ঞাসহ বেশ কয়েকজন ৪৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী কামরুন্নাহার মুমু ও পুনমের কক্ষে যায়। সেখানে তারা র‍্যাগিংয়ের নামে রাত ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত দু'ছাত্রীকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রথমে তারা এতে রাজি না হওয়ায় তাদের গালমন্দ করা হয়। এরপর বিভিন্ন অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে মারধরসহ মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। শারীরিক নির্যাতন চালায় ছাত্রলীগ নেত্রী আশা ও মুমু। একপর্যায়ে দুই ছাত্রী অচেতন হয়ে পড়েন। সহপাঠীরা আশংকাজনক অবস্থায় আহত কামরুন্নাহার মুমু ও পুনমকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। পরদিন এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে একই ব্যাচের শিক্ষার্থী ও আহত দু'ছাত্রীর বান্ধবী আনিকা রাজ ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রলীগ নেত্রী আশা ও মুমু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আনিকার রুমে গিয়ে তার বেড, চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে। তার বেডশিট ও জামা-কাপড় কেচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে। বইপত্রসহ সব জিনিস ছিন্নভিন্ন করে দেয়। একপর্যায়ে তারা হলে ছাত্রলীগ নেতাদের ডেকে আনে। রাত ১২টার সময় নেতারা গিয়ে আনিকাকে গালাগালা ও মারধর করে। এতে আনিকার চোখ-মুখ ও হাত মারাত্মকভাবে জখম হয়। তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। র‍্যাগিং ও নির্যাতনে অংশ নেয়া নূর শাবাহ আশা হল ছাত্রলীগের সভাপতি এবং মার্জিয়া শবনম সাধারণ সম্পাদক।